‘‘আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস" ও ‘‘জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস"

উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, সোমবার, ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪১৯, ৩ ডিসেম্বর ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

প্রতিবন্ধী ভাই-বোনেরা,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

একুশতম আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এই বিশেষ দিনে আমি বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধীকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সুধিবৃন্দ,

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘‘একীভূত সমাজ নির্মাণে সংঘবদ্ধ অঙ্গীকার" অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। প্রতিবন্ধী মানুষগুলো আমাদের সমাজেরই অংশ। আমাদের পরিবারের সদস্য। ছোট-বড়, ধনী-গরীব, নারী-পুরুষ, প্রতিবন্ধী-অপ্রতিবন্ধী সকলে মিলেই সমাজ।

প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক সবাইকে নিয়ে একীভূত সমাজ গঠনের মাধ্যমেই সামগ্রিক বিশ্ব উন্নয়ন সম্ভব। এ লক্ষ্যে প্রতিটি পরিবার, সমাজ ও দেশকে সংঘবদ্ধভাবে উদ্যোগ নিতে হবে। এ নীতি বাস্তবায়নে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে একই দিনে জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসও উদযাপিত হচ্ছে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষার কাজে যে সকল বাঁধা রয়েছে তা চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করতে হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে একটি বড় বাঁধা। নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে জীবনের শুরু থেকে বৈষম্য ও অবজ্ঞা প্রায় সকল প্রতিবন্ধীর জীবনে এক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা। আমরা প্রতিবন্ধীদের গৃহকোণে আবদ্ধ দেখি। অথচ প্রতিবন্ধিতা মানব বৈচিত্রেরই একটি অংশ।

আমাদের মনে রাখতে হবে, প্রতিবন্ধী মানুষদের বিশেষ চাহিদা আছে। তাদের বিশেষ চাহিদা পূরণে সকলকে আন্তরিক হতে হবে। সকলের সমন্বিত উদ্যোগ ও উপযোগী পরিবেশ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

সুধিমন্ডলী,

জাতিসংঘ ১৯৯২ সাল থেকে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন করছে। অথচ সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর অনেক আগেই প্রতিবন্ধীদের বিষয়ে ভাবেন। তিনি বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮(৩) অনুচ্ছেদে প্রতিবন্ধীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করেন। তিনি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মূলধারার বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেন।

১৯৭৪ সালে দেশের ৪৭টি সাধারণ বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। একীভূত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে এটি ছিল একটি প্রগতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ।

এবার সরকার গঠনের পর আমরা একটি আধুনিক, যুগোপযোগী ও সমন্বিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন শুরু করেছি। ২০০৯ সালে প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা প্রণয়ন করেছি। এতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মূলধারায় শিক্ষা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। বেসরকারি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতার শতভাগ সরকার কর্তৃক প্রদান করা হয়।

প্রতিবন্ধীদের অধিকারে আইনের খসড়া সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রস্তুত করছে। আমি আশা করি, অটিজম কেবিনেটে আসবে। অটিজমের বিষয়টিও এর সাথে সম্পৃক্ত করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

এখন এক লাখের অধিক প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করছে। সাধারণ বিদ্যালয়ে যাতে তারা পড়তে পারে আমরা সে লক্ষ্যে উদ্যোগ নিয়েছি। এতে সাধারণ শিশুরাও প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে মিশতে পারবে। তাদের ভিন্নতাকে মেনে নেয়ার শিক্ষা পাবে। ছেলেবেলা থেকেই সহনশীল ও সামাজিক দায়িত্ববোধ তৈরি হবে। শিক্ষার্থীর পাশাপাশি গোটা সমাজ উপকৃত হবে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা দেশে একটি সামাজিক সুরক্ষা বেষ্টনী গড়ে তুলেছি। এতে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকেও অন্তর্ভুক্ত করেছি। অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা দিচ্ছি। ভাতাভোগী ও ভাতার পরিমাণ বাড়িয়েছি। তাদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। প্রতিবন্ধী প্রতিষ্ঠানের নিবাসীদের জন্য দুই হাজার টাকা করে মাসিক ভরণপোষণ দেয়া হচ্ছে। অবৈতনিক অটিস্টিক স্কুল চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী স্কুলের জন্য বিশেষ মঞ্জুরী দেয়া হচ্ছে। প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে।

নারী, শিশু ও প্রবীণ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুরক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভ্রাম্যমান ওয়ান স্টপ থেরাপী সার্ভিস চালু করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে আরো কর্মমুখী করা হয়েছে।

যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ অনেক প্রতিবন্ধী হুইল চেয়ারে চলাচল করেন। তাদের চলাচল উপযোগী অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। র‍্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। বাসেও প্রতিবন্ধীদের জন্য সিট সংরক্ষণ করা হয়েছে। বয়স্ক মানুষ, গর্ভবতী নারীসহ অনেকেই এ সুবিধা ভোগ করছেন।

প্রতিবন্ধী ভাই ও বোনেরা,

সরকার স্বাস্থ্য সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ১৫ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপন করেছে। এ সকল কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে স্বাস্থ্য সেবা দেয়া হচ্ছে।

জাতীয় প্রতিবন্ধী ফাউন্ডেশনের অধীনে ৬৫টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কেন্দ্র থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের থেরাপিসহ প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

অটিস্টিকসহ স্নায়ুবিক ও বিকাশজনিত প্রতিবন্ধী শিশুদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধীদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য সরকারি চাকুরীতে কোটা সংরক্ষণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রতিবন্ধীরা খেলাধুলায়ও বেশ এগিয়ে আছে। স্পেশাল অলিম্পিকে অংশগ্রহণ করে প্রতিবন্ধীরা স্বর্ণপদক জয় করেছে। দেশের জন্য গৌরব বয়ে এনেছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি মাল্টিপারপাস ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শিশু একাডেমীর কার্যক্রমেও প্রতিবন্ধী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আমার কন্যা, অটিজম বিশেষজ্ঞ, সাইকোলোজিষ্ট, সায়মা হোসেন পুতুল ‘‘গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেলথ-ইনিসিয়েটিভ ইন বাংলাদেশ" এর জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন হিসেবে অটিজম সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশে কাজ করছে। তার উদ্যোগের কারণেই বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে। সমাজে একটা জাগরণ হয়েছে।

আমরা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৬৭তম অধিবেশনে অটিজম আক্রান্ত শিশু ও তাদের পরিবারের জন্য আর্থসামাজিক সহায়তা বিষয়ক একটি প্রসঙ্গাব উত্থাপন করেছি। সায়মা অটিজম স্পিকস্ সহ অন্যান্য সংস্থাকে নিয়ে বাংলাদেশের প্রস্তাবের পক্ষে জাতিসংঘে বিভিন্ন দেশের সমর্থন আদায় করছে।

প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসনে সমাজের বিত্তবানদের আরো এগিয়ে আসার আহবান জানাই।

এই মহান বিজয়ের মাসে দূরদূরান্ত থেকে প্রতিবন্ধী মানুষ এখানে এসেছে। তাদের সবাইকে আমি বিজয়ের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা দেশের সর্বস্তরের জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী, সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে কাজ করছি। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করবো।

বিশ্বের সকল প্রতিবন্ধী মানুষের জীবন আনন্দে ভরে উঠুক, তারা আত্মবিশ্বাসী হয়ে গড়ে উঠুক - এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস ও জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবসের কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

আপনাদের সকলকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...